আলমডাঙ্গায় গ্রামবাসীর সাহসিকতায় ব্যর্থ ডাকাতির চেষ্টা, আটক ডাকাত সদস্য

আলমডাঙ্গায় গ্রামবাসীর সাহসিকতায় ব্যর্থ হয়েছে ডাকাতির চেষ্টা। আটক হয়েছে একজন ডাকাত সদস্য।

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নে স্থানীয় দুই গ্রামের মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে একটি বড় ধরনের ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। গ্রামবাসীর তাৎক্ষণিক গণধাওয়ার মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয় ডাকাত দলটি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১৫ ই অক্টোবর রাতে খাসকররা ইউনিয়নের কাবিলনগর গ্রামের মতিয়ার রহমানের বাড়িতে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দেয়। বাড়ির ভেতরে ঢোকার সময় বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্যরা চিৎকার শুরু করেন। ওই আওয়াজ শুনে আশপাশের ৭-৮ জন গ্রামবাসী লাঠিসোটা হাতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডাকাতদের ঘিরে ফেলেন।

গ্রামবাসীর তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে টিকতে না পেরে ডাকাত দল পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কাবিলনগর গ্রামের সীমানা পেরিয়ে তারা পার্শ্ববর্তী রায়সা গ্রামের দিকে ছুটলে স্থানীয়রা তাদের ধাওয়া করেন। এরই মধ্যে রায়সা গ্রামের বাসিন্দারাও সতর্ক হয়ে যান। দুই গ্রামের মানুষের যৌথ ও সাহসী পদক্ষেপে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ডাকাত দল। একপর্যায়ে রায়সা গ্রামের লোকজন হাতেনাতে ডাকাতদের আটক করেন।

আলমডাঙ্গায় দুর্গাপূজার

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আহ্বায়ক ডা. অমল কুমার বিশ্বাস, সদস্যসচিব পরিমল কুমার কালু ঘোষ, উপজেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাধুখা ও লিপন বিশ্বাস, পৌর শাখা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি জয় বিশ্বাস, উপজেলা হিন্দু মহাজোটের সভাপতি সুধাংশ ব্যানার্জী এবং পৌর হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পলাশ আচার্য।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন রথতলা মন্দির কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার সাহা ও সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার সাহা, ফায়ার সার্ভিস মন্দির কমিটির সভাপতি সঞ্জিত কুমার অধিকারী এবং কুমারী দুর্গামন্দির কমিটির সভাপতি অর্ধেন্দু কুমার সাহাসহ বিভিন্ন মন্দির কমিটির নেতারা।

সভায় বক্তারা বলেন, দুর্গোৎসব শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সামাজিক বন্ধনেরও প্রতীক।

উৎসবকে শান্তিপূর্ণ ও আনন্দঘন করতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। একই সঙ্গে মন্দিরের নিরাপত্তা, অগ্নিনিরাপত্তা, শৃঙ্খলা রক্ষা ও দর্শনার্থীদের নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সভা শেষে উপজেলার ৩৯টি দুর্গামন্দিরের জন্য পূজার সময়সূচিসংবলিত ব্যানার বিতরণ করা হয়। প্রশাসন ও মন্দির কমিটির পারস্পরিক সহযোগিতায় এবারের শারদীয় দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন সভায় অংশগ্রহণকারীরা।

আলমডাঙ্গায় শ্রেষ্ঠ স্টাফ, ভূমি কর্মকর্তা ও গ্রাম

পুলিশকে সম্মাননা

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের তিন বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শ্রেষ্ঠ স্টাফ, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, গ্রাম পুলিশ ও উদ্যোক্তাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) দুপুর ২টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অক্টোবর ২০২৬ মাসে নির্বাচিতদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহীনুর আক্তার। প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এটিএম খালিদ হোসেন সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহেশ্বর মণ্ডল।

অনুষ্ঠানে কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ নির্বাচিত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গ্রাম পুলিশকে সম্মাননা দেওয়া হয়। এ উদ্যোগের মাধ্যমে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনসেবায় আরও আন্তরিক হওয়ার অনুপ্রেরণা জোগানো হচ্ছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এটিএম খালিদ হোসেন সিদ্দিকী বলেন, সরকারি দপ্তরের প্রতিটি কর্মকর্তা- কর্মচারী ও মাঠপর্যায়ের কর্মীর দায়িত্বশীল ভূমিকা জনসেবার মান উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। ভালো কাজের স্বীকৃতি কর্মীদের আরও উৎসাহিত করে এবং অন্যদেরও অনুকরণীয় কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।

জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দিতে সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

অক্টোবর ২০২৬ মাসে সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা হিসেবে কালিদাসপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের মোহাম্মদ মিনারুল ইসলাম ও মো. আব্দুর রাজ্জাক; শ্রেষ্ঠ স্টাফ হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জারীকারক শৈলেন্দ্রনাথ; শ্রেষ্ঠ গ্রাম পুলিশ হিসেবে খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের প্রদীপ কুমার দাস এবং শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা হিসেবে চিতলা

ইউনিয়ন পরিষদের আক্তারুল হক।

সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা প্রশাসনের এ উদ্যোগকে সরকারি সেবার মানোন্নয়ন, কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি এবং দক্ষ ও জনবান্ধব প্রশাসন গড়ে তোলার ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী, যুব ও ছাত্রলীগের তিন নেতাসহ গ্রেপ্তার ৪

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় পুলিশের পৃথক অভিযানে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের তিন নেতাসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজন বিস্ফোরক আইনের মামলার আসামি। অন্যজন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা মামলার সন্দেহভাজন আসামি। গতকাল বুধবার আলমডাঙ্গা থানা-পুলিশের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি নাজিম উদ্দিন (৪৩), জামজামি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সদস্য টুটুল আলী (২৬), কুমারী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আইনাল (৪৭) এবং কামালপুর গ্রামের শামসুল হকের ছেলে নাজমুল হক (৩৭)। পুলিশ জানায়, নাজিম উদ্দিন ও টুটুল আলী আলমডাঙ্গা থানায় করা একটি মামলার তদন্তে পাওয়া আসামি। তাঁদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনের ধারাসহ বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া আইনালকে ২০২৪ সালের ১০ নভেম্বর দায়ের করা একটি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই মামলাতেও তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনের ধারাসহ বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে, নাজমুল হক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা একটি মামলার সন্দেহভাজন আসামি। তাঁকেও নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

থানা-পুলিশের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, গ্রেপ্তার চারজনকে বুধবার আদালতে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মামলায় আইনগত কার্যক্রম চলছে।

আলমডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

আলমডাঙ্গায় র্যালি, আগুন নেভানোর মহড়া ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৬ পালিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসব কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

ঘর থেকেই শুরু করি, দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ি প্রতিপাদ্য সামনে রেখে সকালে র্যালি বের করা হয়। পরে আগুন লাগলে কীভাবে তা নেভাতে হবে এবং দ্রুত নিরাপদে মানুষকে সরিয়ে নিতে হবে, তা মহড়ার মাধ্যমে দেখানো হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহীনুর আক্তার। বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহেশ্বর মণ্ডল, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মৌদুদ আলম খাঁ , নির্বাহী প্রকৌশলী মেজবাহুর রহমান ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মেজর আহাম্মেদ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, আগুন ও অন্যান্য দুর্যোগে একটু অসতর্কতার কারণে বড় ক্ষতি হতে পারে। তাই বাড়িঘরে আগুন লাগার ঝুঁকি কমাতে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। আগুন লাগলে কী করতে হবে, কোথায় নিরাপদে যেতে হবে এবং কীভাবে অন্যকে সাহায্য করতে হবে, তা আগে থেকেই জেনে রাখা দরকার।

বক্তারা আরও বলেন , দুর্যোগ মোকাবিলায় শুধু সরকারের ওপর নির্ভর

করলে হবে না। নিজের পরিবার ও আশপাশের মানুষকেও সচেতন করতে হবে। আগে থেকে প্রস্তুতি থাকলে অনেক প্রাণ বাঁচানো এবং ঘরবাড়ি ও সম্পদের ক্ষতি কমানো সম্ভব।

এসময় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় চপ-পেঁয়াজু বিক্রেতাকে হত্যা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের কৃষি ক্লাবপাড়ার চপ-পেঁয়াজু বিক্রেতা মোহাম্মদ চয়ন (৫৫) খুন হয়েছেন।

মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার ওসমানপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত চয়ন হারদী ইউনিয়নের কৃষি ক্লাবপাড়ার গদোরুদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের ইয়ামিনের ছেলে হেলাল উদ্দিন (৪৫) মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে মোবাইল ফোনে চয়নকে ওসমানপুর গ্রামে ডেকে নেন। জমি বিক্রির বায়না করা টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে তাকে একটি ঘরে আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। পরে হেলাল চয়নের ছেলেকে ফোন করে দাদুকে সঙ্গে নিয়ে স্ট্যাম্প কিনে আসতে বলেন।

চয়নের ছেলে মারুফ হোসেন দ্রুত আলমডাঙ্গা থেকে স্ট্যাম্প কিনে ওসমানপুরে পৌঁছান। সেখানে লিখিত স্ট্যাম্প পেপারে স্বাক্ষর করিয়ে মারুফকে চলে যেতে বলা হয়। পরে বেলা ৩টার দিকে হেলাল উদ্দিন ভ্যানে করে চয়নকে হারদী হাসপাতালে রেখে চলে যান বলে জানা গেছে।

এদিকে মারুফ চলে যাওয়ার পর তার এক বন্ধুকে ফোন করে জানানো হয়, চয়নকে চিকিৎসার জন্য হারদী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরে সেখানে গিয়ে চয়নকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রাথমিকভাবে চয়নের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া

গেছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চয়নের সঙ্গে হেলাল উদ্দিনের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছিল। এ বিরোধের জেরেই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করছেন স্থানীয়রা। তবে ঘটনার পেছনে নারীঘটিত কোনো বিষয় রয়েছে এমন একটি তথ্য পাওয়া গেলেও এলাকাবাসী তা অস্বীকার করেছেন। তাদের দাবি, চয়ন এলাকায় অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ জানিয়েছে, চয়নের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। কে বা কারা এবং কী কারণে তাকে হত্যা করেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়া গেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে।

আলমডাঙ্গায় রাতের আঁধারে ৭শ কলাগাছ কেটে দিল দুর্বৃত্তরা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় রাতের আঁধারে তিন কৃষকের প্রায় ৭০০ কলাগাছ কেটে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। এতে কৃষকদের প্রায় ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

সোমবার সকালে আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ডামোশ গ্রামের খালপাড়ে এ ঘটনা কৃষকদের নজরে আসে। ধারণা করা হচ্ছে, রোববার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা কলাগাছগুলো কেটে ফেলে।

ভুক্তভোগী কৃষক মো. আতিয়ার রহমান জানান, তিনি দিনমজুরির কাজ করে সংসার চালান। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকায় সেভাবে কাজও করতে পারেন না। বাড়ির পাশে ফজলুল হক খালের পাড়ে তিনি প্রায় ২০০টি কলাগাছ রোপণ করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই গাছগুলোতে কলা আসার কথা ছিল। কিন্তু সকালে স্থানীয় এক কৃষক মোবাইল ফোনে তাকে জানান, তার

কলাগাছগুলো কে বা কারা কেটে দিয়েছে।

আরেক কৃষক তুফান আলী জানান, তাদের সঙ্গে কারও কোনো বিরোধ নেই। তারও ২২০টি কলাগাছ রাতের আঁধারে কে বা কারা কেটে দিয়েছে। এতে তিনি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাকিবুল ইসলাম বলেন, এখনো কৃষকদের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ দেওয়া হয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ানো, পেশা সুরক্ষার মর্যাদা বৃদ্ধি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ গঠনে ৬০ বছর” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আলমডাঙ্গায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস-২০২৬ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (৫ অক্টোবর) সকাল ১১ টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচিতে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন। উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে উপজেলা পরিষদের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মিকাইল হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহীনুর আক্তার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাহীনুর আক্তার বলেন, একটি জাতির ভবিষ্যৎ

নির্মাণে শিক্ষকদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরা শুধু পাঠদান করেন না, তারা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও পেশাগত সম্মান নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষকদের সমস্যা ও প্রত্যাশাগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও মানসম্মত ও যুগোপযোগী করতে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শারমিন আক্তার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. আলাউদ্দিন, একাডেমিক সুপারভাইজার ইমরুল কায়েস এবং সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. মাহবুব আলম। সহকারী শিক্ষা অফিসার শাহজাহান রেজার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিন এটম, কুমারী ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হান্নান, মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন, আব্দুল লতিফ, রফিকুল ইসলাম ও শিক্ষক মহসিন কামালসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ।

আলোচনা সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে এক ফার্মেসিতে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় মেয়াদোত্তীর্ণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল ওষুধ সংরক্ষণের দায়ে একটি ফার্মেসি মালিক এবং এসিআই কোম্পানির প্রতিনিধিকে অর্থদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে ফার্মেসির মালিককে ১০ হাজার টাকা ও এসি আই কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি কে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার (৫ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার ৭১ মোড় পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ‘মেসার্স জাতীয় কল্যাণ ফার্মেসি’তে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।অভিযানে ফার্মেসিতে তল্লাশি করে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ ও বিভিন্ন কোম্পানির বিক্রয় নিষিদ্ধ ফ্রি ফিজিশিয়ান স্যাম্পল ঔষধ পাওয়া যায়।ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাৎক্ষণিকভাবে মেসার্স জাতীয় কল্যাণ ফার্মেসির মালিক দিপুল কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।সেই সাথে উপস্থিত এসি আই কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি অবৈধভাবে স্যাম্পল ঔষধ বিক্রয়ের অপরাধে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত এই যৌথ অভিযানে নেতৃত্ব দেন আলমডাঙ্গা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহেশ্বর মন্ডল। এ সময় চুয়াডাঙ্গা ওষুধ প্রশাসনের কর্মকর্তা ইকরামুল করিম এবং আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি দল উপস্থিতি ছিলেন।

আলমডাঙ্গা হারদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আইনাল হককে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ওসমানপুর উত্তরপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক আইনাল হক হারদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্থানীয় সংবাদসূত্রেও তাকে ওই পদে থাকার তথ্য পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ওসমানপুর উত্তরপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে আইনাল হককে আটক করা হয়। আটককৃত আয়নাল হক এলাকার প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব। তিনি দীর্ঘদিন থেকে আওয়ামী রাজনীতির সাথে যুক্ত।

আলমডাঙ্গা থানা সুত্রে আয়নাল হকের গ্রেফতারের বিষয়ে বিস্তারিত কোন তথ্য জানা সম্ভব হয়নি।